দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 JAN 1997 ...
পৃঃ ১ কলাম ... ৫

ডাকসু নির্বাচন চাই ঃ ছাত্রলীগ, পরিবেশ নেই ঃ ছাত্রদল

কাঁটাবন মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা ও ক্যাম্পাসে চেকপোস্ট বসানোর সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের জরুরি সভায় গতকাল বুধবার বহিরাগত সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে ক্যাম্পাস এলাকায় ৪টি পুলিশ চেক পোস্ট বসানো, 'ছাত্রী লাঞ্ছিত' ঘটনায় উদ্বেগ ও কাঁটাবন মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন দাবি করেছেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আগামী ৩ মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দেয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা, বর্তমান এ পরিস্থিতিসহ সার্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য গতকাল বিকেল ৩ টায় উপাচার্যের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্যের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক কার্যালয়ে বিকেল ৩ টায় অনুষ্ঠিত এ সভায় সমস্ত হলের প্রভোস্টগণ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রক্টর ডঃ এ এম নূর-উন-নবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি বাহাদুর বেপারী, ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন অসীম, ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি আসলাম খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুর এ খোদা টরিক, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম রিপন। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন, ছাত্রলীগ (কা-চু) সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু, ছাত্রমৈত্রী সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভা সূত্র জানান, গতকালের এ সভায় ছাত্রী লাঞ্ছিত, কাঁটাবন মসজিদকে বিশ্ববিদ্যলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা, ডাকসু নির্বাচন ও জগন্নাথ হলের উত্তর গেট খুলে দেয়াসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সূত্র জানান, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ সভা চলে।

ডাকসু প্রসঙ্গে আলোচনাকালে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্ত এবং এখনই নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৭ কঃ ২

১০৩

ক্যাম্পাস ঃ চেকপোস্ট বসানোর সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান। এ সম্পর্কে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। তাদের অনেক নেতাকর্মী এখনো বিভিন্ন হলে উঠতে পারছে না। তাই এ মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের কোন পরিবেশ নেই।

সূত্র জানান, সভায় ছাত্রদল নেতা জাকিরের হাতে জনৈক ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং নেতৃবৃন্দ তার শাস্তি দাবি করেন। তবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার সাথে ছাত্রদলের কেউ সম্পৃক্ত নয় বলে দাবি করেন।

উপাচার্য বলেন, অভিযুক্ত জাকিরের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে এবং আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনার জন্য যদি কারো দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। সূত্র জানান, সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতামত সাপেক্ষে কাঁটাবন মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া যায় উপাচার্য সে ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় উপাচার্য স্বীকার করেন যে, কাঁটাবন মসজিদে জামাত-শিবির চক্র তাদের অপতৎপরতা চালায়। তিনি জামাত-শিবিরের অপতৎপরতা রোধে এবং এ মসজিদকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সূত্র জানান, সভায় দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকা জগন্নাথ হলের উত্তর গেটটি খুলে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়। তবে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য গেট খুলে দেয়ার খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, টিএসসি বা শহীদ মিনার এলাকায় কোন অপ্রীতিকর বা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার পর সন্ত্রাসীরা উত্তর ও পূর্ব গেট দিয়ে জগন্নাথ হলে ঢুকে পড়ে আর তখন সমস্ত দায়ভার বর্তায় জগন্নাথ হলের ওপর।

অধ্যাপক দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য বলেন, ''হাউস'' যদি মনে করে তাহলে উত্তর গেট খুলে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনার দায়ভার কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। এসময় তিনি একই সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকা মুহসীন হলের গেটটিও খুলে দেয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন হলকে বহিরাগত সন্ত্রাসী মুক্ত করার ব্যাপারেও সভায় আলোচনা হয়। এ সময় উপাচার্য ক্যাম্পাস এলাকায় ৪টি পুলিশ চেক পোস্ট বসানোর কথা বলেন। উপাচার্য বলেন, এ চেকপোস্ট বসানো হলে সন্ত্রাসীরা সহজেই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না। এ চেক পোস্টগুলো নীলক্ষেত মোড়, শাহবাগ মোড়, মেডিক্যাল মোড় ও পলাশী মোড়ে বসানো হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া সন্ত্রাসীদের যাতায়াত রোধে সূর্যসেন হলের পার্শ্ববর্তী কাঁটাবনের গেটটিও বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।